সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ বাবাদের ধিক

জহর সেনমজুমদার

চলো পাঠক , সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাপড়বার আগে, চলো, উত্তর বাংলার মহকুমা শহর নওগাঁর দিকে। একবার ঢুকেপড়ি নওগাঁর মাইনর স্কুলে। ওইখানে গিয়ে আমরা পাবো আট বছরের ছাত্রসুভাষকে। চারপাশে তখন স্বদেশী আন্দোলনের একটার পর একটা ঢেউপ্লাবিত হয়ে ধাক্কা দিচ্ছে ঔপনিবেশিক জীবনকে। অধিগৃহিত দেশের রক্তাক্তমনস্তত্বকে । আট বছরের ছাত্র সুভাষের কাছে এইরকম অশুভ সমকালে আহ্বানএলো স্বরচিত স্বদেশি কবিতা পাঠ করতে হবে, বিকেলে, সকলের সামনে।জনৈকাবিদুষী বৌদির এই প্রবল আমন্ত্রনে দিশেহারা হয়ে গেলেন সুভাষ। কীকরবেন? কী লিখবেন?কী লিখবেন? দেশপ্রেম নিয়ে কবিতা লেখার মরিয়াপ্রয়াসে দাঁত দিয়ে পেন্সিল কামড়ানো যথেষ্ট সহজ হলো। সাদা কাগজেদাগ বুলোনোও চললো অনেক্ষন ধরে। তারপর? লিখিত সেই এলোমেলোকাব্যরূপ পঠিত হলো। বৌদি শুনলেন ভালোই হয়েছে। তবে কি জানো - এটাহয়েছে প্রকৃতির বর্ণনা, এতে দেশের বর্ণনা ঠিক ফোটেনি।

'দেশ ' পত্রিকার (সাহিত্য সংখ্যাঃ১৩৭৯) 'কীকরে, কী করে, নামক এক আত্মকথনে এই ঘটনাটি জানাবার পর কবি সুভাষ এওজানালেন -" একেবারে শিক্ষাতেই আমার কবি হওয়ার সখ মিটেগেল। তারপর পাঁচ-ছ বছর ও রাস্তা আর মাড়াইনি"। সুভাষমুখোপাধ্যায়ের কবিতা পাঠের পূর্বে এই ঘটনাটা নানা কারনেগুত্বপূর্ণ। জীবনের শুতেইদেশপ্রেম নিয়ে কবিতা লেখার এই আপাদমস্তক ব্যর্থতা যে কতখানিশিক্ষাপ্রদ হয়েছিল, তা পরবর্তিকালের এই বাল্যব্যর্থতাই ভেতরেএক আভ্যন্তরীন জেদ ও প্রস্তুতির জন্ম দিয়েছিল? আমরা কিবলতে পারি যে এই বাল্যব্যর্থতাই তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে এমন এক আত্মশক্তিস্থাপনের দিকে , যে আত্মশক্তি আর পরবর্তি সময়ে তাঁকে ব্যর্থদেশপ্রেমের কবিতা একটাও লিখতে দেয়নি?বলতে পারি। অবশ্যই বলতে পারি।দেশ, মানুষ, সমাজ, সমকাল দেখতে গেছেন- এ বিষয়ে আজ আর সন্দেহ পোষন করেকে?

দুই

আবও একটি সংকেতপূর্ণ , তাৎপর্যপূর্ণ , ঘটনার দিকে যেতে হবেআমাদের। বাল্যকালে বাবার তীক্ষ্ন নির্দেশে দেওয়ালির দিন বাজি পোড়াতেপারতেন না কবি সুভাষ। কিন্তু ভিতরের ইচছা ছিল প্রবল। স্নেহময়ী মাযমুনা দেবী অবশেষে এক মধ্যরাতে ছেলের হাতে তুলে দিয়েছিলেন বাজি। মা ও ছেলের এক আশর্চ্য রাত্রির উৎসব। কালো অন্ধকার চিরে বারবার জ্বলে উঠলো রোশনাই। ভেঙে যাচ্ছে অন্ধকার। ছিঁড়ে যাচ্ছে অন্ধকার। পালিয়ে যাচ্ছেঅন্ধকার। ছেলেবেলার এই বাজি আর রোশনাইয়ের সর্বগ্রাসী দাপটই যেনফিরে-ফিরে দেখা দিয়েছে তাঁর কবিতায় । সমস্ত জীবন একটার পরএকটা কবিতা লিখে তিনি আসলে যেন তাড়া করেছেন সমাজ ও সমকালের ওপরচেপে বসা গাঢ় অন্ধকারকেই। অন্ধকার ভেঙে যাচ্ছে - এই দৃশ্যই তিনি এঁকেছেনকবিতায়। সমস্ত জীবন একটার পর একটা কবিতা লিখে তিনি আসলে যেনতাড়া করেছেন সমাজ ও সমকালের ওপর চেপে বসা গাঢ় অন্ধকারকেই । অন্ধকার ভেঙে যাচ্ছে-এই দৃশ্যই তিনি প্রতিষ্টা করেছেন কবিতায়। অন্ধকারসংক্রমনের বিদ্ধে স্বতঃস্ফুর্ত এই প্রাণপ্রাচুর্য প্রতিমুহুর্তেআমাদের বুঝিয়ে দেয় তাঁর কবিতা , পথচলিত মানুষের পক্ষ থেকেবাঘের আঁচড় প্রতিষ্টা করবার কবিতা। আসলে তিনি ঔপনিবেশিকসময়কালে নিজের হাতের মধ্যেই 'দেশ' দেখতে

পেয়েছিলেন।'আমার বাংলা' গ্রন্থের 'কলের কলকাতা' নিবন্ধ তারউদাহরণ। যেখানে লেখা হয়েছেঃ -" রাস্তায় গণৎঠ াকুরেরকাছে হাত দেখাতে বসি- দেশ স্বাধীন হবে কবে?" একদিন দেশ স্বাধীনহলো। নওগাঁর বালক কলকাতার যুবায় র পান্তরিত হলো । কিন্তু জমেওঠা স্বপ্নগুলো জমে ওঠা প্রত্যাশাগুলো নির্দিষ্ঠঠিকানায় পৌঁছল কই? রাজনৈতিক সততা ক্রমশ হয়ে দাঁড়াল রাজনৈতিকটেকনোলজি । চতুর দালালদের হাতে ব্যবহৃত স্বদেশ, তার অসুস্থতা , তারঅনিশ্চয়তা , ত ার স্বপ্নজব্দ মাছিমারাধাসাঘাত দেখতে দেখতে সুভাষমুখোপাধ্যায় বুঝে নিতে পেরেছিলেন ছিন্ন এই সমাজকে মুঠোয় তুলে নেবারআসল নামই যুবধর্মের রোমান্টিকতা।

তিন

ভোঁতা নয়, ধারালো এক আমূল উত্তাপের বাংলা কবিতায় সংযোজনকরলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। স্ব- কালের জীবনচৈতন্যে স্বাধীনতার নাম করে যেসব ব্যাধি ও ভন্ডামিপ্রবেশ করেছে , সময়জাত ফশার ওপর বসে তাকে দেখলেন তিনি আরমনেপ্রানে চাইলেন নিজের দেশকে একটা লড়াকু সংসারে পরিণত করতে।এইজন্যই খিদিরপুর ডক থেকে বজবজের মজুর বস্তিতে ঘুরে-ঘুরে ভেঙেপড়া মানুষদের দাঁড়াবার জায়গাটা ক্রমাগত খুঁজছেন তিনি। কিন্তু দেশকেলড়াকু একটা সংসারে পরিণত করাটা কি খুব সহজ কাজ? তা তো নয়। একটাসংসার তখনই সঙঘবদ্ধভাবে লড়াকু হতে পারে, যদি তার অর্ন্তগতকাঠামোকে খুব শক্তভাবে ধরে রাখতে পিতৃপিতামহেরা প্রদীপ্তঅগ্নিশিখার ভূমিকা গ্রহণে সফল হয়। তা কি সম্ভবহয়েছে?'উত্তরপক্ষ ' নামক কবিতায় এই প্রশ্নেরসন্ধান করতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেনঃ

বাবা এলেন এমনি করে
সারা রাস্তা ধৈর্য ধরে
মড়া টপকে
বাবারা যা বলেন তা কিঠিক?
এও ভারি আশর্চ্য,
গা বাঁচাবার নামদিয়েছেন সহ্য।

বাবাদের ধিক

বাবাদের ধিক

বাবাদের ধিক ।

সংসার ও স্বদেশকে এখানে একসঙ্গেধরেছেন কবি সুভাষ। প্রথমে তিনি লিখলেন- 'বাবা বলেন' ।তারপর পঙ্ক্তি টপকে টপকে লিখলেন -'বাবারা যা বলেন।' একবচনথেকে বহুবচনে চলে যেতে যেতে তিনি বুঝিয়ে দেন এইসব বাবাদের মধ্যে রয়েছেস্বাধীনতা-পরবর্তী দেশনেতারাও , যাঁরা স্বাধীনতা-প্রাপ্তির প্রথমদিন থেকেই আমাদের ক্রমাগত শিখিয়ে চলেছেন সব কিছুকে নির্বিচারে মেনেনিতে। যে সব ঘটনা ঘটেছে, যে সব ঘটনা ঘটে চলেছে, সেইসব ঘটনাপ্রতিক্রিয়াহীন অনুগত জীবনপালনের কোনো বিপদ নেই- এই স্বাদেশিকমন্ত্রের ক্রমপ্রতিষ্টা এবং তার নির্লজ্জবশীকরণক্রিয়া আমাদেরপ্রত্যেকের সংসারকে নির্বিষ এবং

নিষ্ক্রিয় করে তোলায় অধিক মনোযোগী ছিল। বাবারা কি বলেছেন সবসময় ?সহ্য করতে। নিপীড়ন চলছে? সহ্য করো। র াস্তায় মড়া পড়ে আছে ? সহ্যকরো। মানুষকে পঙ্গু করে রাখা হচ্ছে? সহ্য করো। প্রথাবদ্ধবাস্তবতার প্রাত্যহিক সংঘর্ষ ও অ ালোড়ন থেকে ক্রমাগত গা বাঁচিয়েচলতে পারলে ব্যক্তিগত শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখতে কোনো অসুবিধা হয় না । য াদেরসহ্যগুণ আছে কিংবা যারা সহ্যগুণ বাড়াতে বাড়াতে আপাদমস্তকএকটা আত্মকেন্দ্রিক খোলস তৈরি করে ফেলতে সক্ষম হয়েছে- তাদের নিয়েসমস্যা নেই এবং তাদের ভাধ্যতায় খুশি থাকেন বাবারা, খুশি থাকেন দেশনেতারা। স্বাধীনতা প্রাপ্তিরপ্রত্যাশিত পথ ধরেও যখন মানুষ পেলো না তার স্বভূমির আকাঙ্খিতরূপ, যখন ঝিযুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দার অনিশ্চয়তায় ভেঙে পড়লো সমাজও সংসারের গতর- তখনও এই মুখ বুজে থাকা আত্মক্ষয়ী প্রবনতা,বাবাদের মতে যা

সহ্যগুন, তা কতোদূর কাম্য? কতদূর গ্রহণযোগ্যও?স্বাধীনতা- লাভকে কেন্দ্র করে যে যুবশক্তির মধ্যে জেগে উঠেছিল আদর্শ ও আশাবাদ, ঘটনাস্রোতের কঠিন আঘাতে একে একে তাকে চূর্ণ হয়ে যেতে দেখলেন কবিসুভাষ। স্বাস্থ্য নেই, স্বপ্ন নেই, আনন্দ নেই এক নেতিবাচকসংশয়বোধ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে। আমেরিকার বাণিজ্য সংকট , ইংল্যান্ডের বিপন্ন অর্থনীতিএবং ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব- স্পর্শকাতর যুবসমাজের সজীবতাকে শুধু ধবংস করে দিলোনা , তৎসহ নষ্ট করে দিলো সেই বিশ্বাসপ্রবণতাকে। কবি সুভাষউপলব্ধি করেছিলেন যে রাজনৈতিক বোধ থেকেই জন্ম নেয় রাজনৈতিককর্মী। আর রাজনৈতিক কর্মীর অনমনীয় দৃঢ়তা থেকে নতুন চিন্তনের উপযোগী প্রত্যয়। এইপ্রত্যয় কেন ধবংস হয়ে যাবে নেতি চেতনার সংক্রমণে? এই প্রত্যয়কেন লুপ্ত হয়ে যাবে আপোষমূলক মধ্যবিত্ত প্রবণতায়? এই প্রশ্নেরওপর দাঁড়িয়ে কবি সুভাষ ধিক্কার জানিয়েছেন ঃ

বাবাদের ধিক
বাবাদের ধিক
বাবাদের ধিক ।

আমাদের মনে পড়ে আই . এ. পড়ার সময়েই সমর সেনের সঙ্গে আলাপ হয়কবি সুভাষের । তিনি পড়তে দেন স্বেচ্ছায় 'হ্যান্ডবুক অফ মার্কসিজিম।' ভেতরে ও বাইরে তখন থেকেই শক্তভাবে গঠিত হচ্ছিলেন কবি সুভাষ।মার্কসবাদে আস্থা ও দীক্ষা থেকেই তিনি বুঝে নিতে পারলেন যেবাবাদের কেবল ধিক্কার জানিয়েই কর্তব্য বা দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, বরংদরকার নতুন মূল্যবোধ জীবন গড়ে তুলবার তীব্র পিপাসা, দরকার এক সংগঠিততথা স্পর্ধিত নতুন প্রজন্মের। এবং তারই জন্য প্রয়োজন একটাস্বচ্ছ রাজনৈতিক পটভূমি, রাজনৈতিক আত্মস্থতা, রাজনৈতিক সৃজনকর্মী।এই তিনের ক্রমাগত অন্বেষাই হয়ে উঠলো তাঁর কবিতা। আত্মমুখী খন্ডবোধথেকে মানুষকে মুক্তি দিতে হলে সংযোগহীন দূরত্বে থাকলে চলে না। রাজনৈতিকচেতনাকে সৃজনপ্রক্রিয়ার সঙ্গে ধারণ করে খুঁজে নিতে হয় একসুস্থির সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। গ্রামেগঞ্জের চলমান ভাষাস্রোতেই সুপ্তহয়ে আছে ভর দিয়ে দাঁড়াবার মতো সেই প্রস্তুতি ও পরিকল্পনারবড়ো জগৎ। কবি সুভাষ তাই সবসময় দেশের মাটি ও মানবতা সন্ধানের ক্ষেত্রেরাজনৈতিক আত্মবীক্ষনের সবচেয়ে বেশী গুত্ব দিয়েছেন। সমকালের আরেককবি অণকুমার সরকার যখন এক সাক্ষাৎকার (দ্রষ্টব্যঃকবিতা-পরিচয় ঃ বৈশাখ- আষাঢ় ১৩৭৭ সংকলন) বলেছেন -"কবির পথ এবং রাজনীতিকের পথ ভিন্নমুখী। বিপ্লবের জন্য সংগঠন দরকার,শিক্ষার প্রসার দরকার, নিরলস নিষ্কাম পরিশ্রম, এবং সংগ্রামেরদরকার। বিপ্লবের জন্য প্রবন্ধলেখা যেতে পারে , শিক্ষকতা করা যেতে পারে, মিছিলে ধবনি তোলা যেতেপারে... কিন্তু কবিতায় আগুন ছড়ানো ? সেটা হবে নপুংসক ন্যাকামি,ফুলগাছকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা।"- তখন কবি সুভাষ তাঁরআত্মবীক্ষনের সামগ্রিক বোধকেই আশ্লেষে টেনে নিচ্ছেন রাজনৈতিকউপলব্ধির মর্মার্থে পৌঁছে। ব্যাক্তিগত অনুর্বর অন্ধকার দূর করছেন সেইসামাজিক উপযোগিতার প্রজ্ঞাজাত পঙ্ক্তি লিখে- " প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য।" - " ফুলকে দিয়ে মানুষ বড়বেশি মিথ্যে বলায় বলেই ফুলের ওপর কোনোদিনই আমার টান নেই "এননকি শঙ্খ ঘোষের স্ত্রী প্রতিমা ঘোষ যখন বহরমপুরে তার ছিমছামসংসারের জমিতে ফুলগাছ লাগিয়ে ছিলেন, দেখে কবি সুভাষ আদৌ সন্তুষ্ট হতেপারেননি। অনুযোগ করে বলেছেন- " কী প্রতিমা , এতটাজায়গা নষ্ট করেছ?" আসলে ফুলের বদলে ফুলকি ছিল তাঁর পছন্দ।আর তাই সমকালের অণকুমার সরকারের ঠিক বিপরীত কাব্যাদর্শের খথাইবললেন কবি সুভাষ অত্যন্ত স্পষ্টভাষায়ঃ

> ক্রমে বুঝতে শিখলাম,কান টানলে মাথা আসে। মানবতা আর দেশাত্মবোধ
> থেকে রাজনীতি মোটেইদূর অস্ত নয়। কাঙালি দরজায় এলে ভিক্ষে দিয়ে
> তাকে বিদায় করলাম।কেউ সেই মন কাঁদাকে রাজনীতি বলবে না। কিন্তু
> অতই যদি দরদ থাকে,শুধু তাকে চোখের সামনে থেকে তখনকার মতো
> বিদায় করেইক্ষান্ত হব না। দারিদ্রকে বিদায় করবার পথ দেখাতে হবে।
> তখনই চলে আসবেরাজনীতির কথা। দরদটাকে মুখের বদলে বুকের মধ্যে

এবং তাৎক্ষনিকের বদলেবরাবরের করে নেবার কাজটাই হবে রাজনীতি।

এ রাজনীতির সত্তা আমার কবিতার সত্তা থেকে পৃথক নয় ।রাজনীতি ছোট জিনিস নয়। তাকে যখনই আমরা ছোট করে দেখি , তখনই আমরা ছোট হয়ে যাই।

অন্যমনেঃজুলাই -সেপ্টেমবর ১৯৬৯

দলবদ্ধ সংকীর্ণতা নয় , খোলা মনের বিস্মৃত সংযোগপ্রক্রিয়ারদিক থেকেই রাজনীতিকে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। সবসময় এক সমাজমুখীউর্বর জীবনবোধ দিয়ে তিনি মানুষকে বারবার তার দায়িত্ব স্মরণকরিয়ে দিয়েছেন এবং মানুষের নিদ্রিত অংশটাকে জাগাতে উদগ্রীব থেকেছেন। এ-সবই তিনি করেছেনমানুষের প্রতি নাড়ির টান অনবরত অব্যাহত রেখে। চমক লাগানো বাকসর্বস্ব রাজনীতি নয় ।ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিকে উস্কে তুলবার জন্য শ্রেনীহীন ভালোবাস াকেইতিনি সবসময় সঙ্গী করেছেন। একথা তো আমাদের জানা রয়েছে যে কবিতা যখনইরাজনৈতিক চেতনা ও বক্তব্য প্রক াশ করেছে , তখনই চারদিক থেকেপ্র উঠেছে তার শিল্পত্ব নিয়ে। কবিতায় যৌনতা থাকলেঅসুবিধা নেই, ব্যক্তি - আমির অ াত্মরতি থাকলে অসুবিধা নেই, আত্মকেন্দ্রিক আত্মচর্চাথাকলেও তা দোষনীয় নয়। কিন্তু রাজনীতি ? সে থাকলেই কবিতার শিল্পত্বসম্পর্ককে চারদিকে'গেল গেল ' রব উঠে যায় বারবার। সুভাষমুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অমলেন্দু বসু, সরোজবন্দোপাধ্যায় কিংবা অশ্রু কুমার সিকদারের মতো সমালোচকরা তাঁর রাজনৈতিকপ্রত্যয়নির্ভর উচচগ্রামের কবিতার শিল্পত্ব সম্বন্ধে সন্দেহপ্রকাশেও দ্বিধা রাখেননি। অমলেন্দু বসু 'চিরকুট ' কিংবা'ফুল ফুটুক' থেকে পঙ্‌ক্তি তুলে তুলে বলেছেন যে তিনি'ক্যানেস্তারা পেটানো পদ্য লিখেছেন' । সরোজ বন্দোপাধ্যায়'পদ্যাতিক'-এর কিছু কবিতা সম্পর্কে বলেছেন-'এই কবিকেআমার সবচেয়ে ভাণযুক্ত মনে হয়েছে যখন তিনি উচচগ্রামে তাঁর র াজনৈতিকপ্রত্যয়গুলি উচচারণ করেছেন।" সঙ্গে এওবলেছেন-"তিনি চেয়েছিলেন তাঁর কবিতা সভা সমিতিতে পঠিত হে াক, সকলে এতে গলা মেলাক- তিনিচেয়েছেন সোজা কবিতা লিখতে ।"অশ্রুকুমার কবি সুভাষেরউপলব্ধিবীক্ষা এবং র াজনৈতিক বহুকৌণিক চেতনা বিশ্লেশণ করতে করতেবলেছেন-"রাজনীতি তো শ্রম, মৃত্যু, প্রকৃতির মতোমানবভাগ্যের সঙ্গে ওতপ্রোত নয়। রাজনীতি যুগপরিবর্তন ,মতপরিবর্তন, ঘটনাবর্তের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাসি খবরের কাগজের মতে ামূল্যহীন হয়ে যায়। " তাঁরা বোঝেননি - রাজনীতি কবি সুভাষেরকবিতা লেখার অন্তঃপ্রেরণা এবং অর্ন্তগত শক্তি। প্রেম যদিকোনো কবির অন্তঃপ্রেরণা হয়, মৃত্যু যদি কোনো কবিরঅন্তঃপ্রেরণা হয় - তাহলে রাজনীতিই বা তা হতে পারবে না কেন?রাজনীতি মানবভাগ্যের সঙ্গে ওতোপ্রোত নয়- কৃত্রিম বক্তব্যের মিথ্যাচারেরবিদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে সুভাষ মুখোপাধ্য ায়ের কবিতা। শিল্পত্ব বাশিল্পগুন সবযুগে ও সবকালেই অনুভুতিসাপেক্ষ। এই অনুভুতিপাঠভেদে এবং পাঠকভেদে এক-একরকম। শিল্পত্বের কূট রাজনীতি কি এসববোঝে না? বোঝে। আর বোঝে বলেইএক সমালোচক শিল্পগুন হাতড়ে মরেন, আর অন্য সমালোচক অবগাহনেরআনন্দে রসাস্বাদন করেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার শিল্পগুন কিন্তুসবসময় প্রবহমান তাঁর টাটকা ভাষায় এবং সংকেতময় আকষ্মিক চিত্রকল্পপ্রয়োগেরমধ্যে নিহিত হয়ে আছে । প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যেতে পারে স্বামীবিবেকান্দের ভাষা সম্পর্কিত সেই অসামান্য কথন।

তিনি একদা(বাঙ্গালা ভাষাঃ ভাববার কথা) বলেছিলেন।

যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা- 'জেন্ত কথা কয়' ।কবিতার অন্তরঙ্গ স্বভাবধর্মে এক সামগ্রিক জীবনবোধ ধরে দিতে তিনিব ারবারই সময় ও সমকালের কাছে প্র রেখেছেন। প্রপ্রপ্র একদিক নিজের সৃজনশীল সত্তাকে স্পস্ট করে চিনে নিতেচেয়েছেন, অন্যদিকে সব মানুষের সঙ্গে অভেদ জীবনের স্বাদে একটাই স্বদেশএকটাই বিশ্ব গড়ে তুলবার আভ্যন্তরীন অ াকুতিতে দীর্ণ হয়েছেন। এইদীর্ণ যন্ত্রনা তাঁকে বারবার যতই মানুষের পরম আত্মীয়ে পরিণত করেছে, তত সমধর্মে সমচেতনায় খুলে-খুলেগেছেন তিনি। একতা তো জোর করে অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে মানুষবারবার তার আত্মশক্তির নিজস্বতা খুঁজে পেতে কখনো ঈশ্বরের , কখনো বিজ্ঞানের, কখনো বা রাজনীতির সাহায্য সাগ্রহে -ই নিয়েছে। কবি সুভাষ স্ বদেশীআন্দোলনের ভিতর দিয়ে, বিশ্বযুদ্ধের কামড় খেতে খেতে, দেশভাগ সহ্য করতেকরতে একটা সত্য সর্বতোভাবে বুঝেছিলেন যে মানুষের ভেতরে সঠিকরাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটলে অনেক কিছু করাই সম্ভব , মানুষেরআত্মশক্তি ব

াড়াতে রাজনীতির মতো বড় বন্ধু কেউ নেই । এমন মতাদর্শ কবিসুভাষের মধ্যে তৈরি হল কীভাবে? আমরা বেশ কয়েকটা কারণ পরপররাখতে চাই। প্রথম কারণঃ সমর সেন প্রদত্ত ''হ্যান্ডবুকঅফ মার্কসিজিম।'' দ্বিতীয় কারণ ঃ নিয়মিত পার্টিক্লাস । তৃর্তিয়কারণঃ লেবার পার্টির নেতা ঝিনাথ দুবের সঙ্গলাভ। চতুর্থ কারণঃখিদিরপুর ডকে শ্রমিকদের সঙ্গে সংযোগ। পঞ্চম কারণঃ ছাত্রনেতা ঝিনাথমুখার্জ্জির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন। ষষ্ঠ কারণঃ বজবজে মজুর-সংগঠনতৈরিতে আত্মনিয়োগ। ১৯৩৯ সালে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং১৯৪২ সালে সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কমিউনিষ্ট বন্দিদের সঙ্গে জেলে কাটানোর দিনগুলোও তাঁকে জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ওযথেষ্ট সচেতন করে তুলেছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি আমাদের জানিয়েছেনঃ

> কমিউনিষ্টপার্টিতে আমি যেটুকু দিয়েছি, পেয়েছি তার বহুগুন বেশি। পার্টির
> কর্মসূচী ,প্রস্তাব, রণকৌশল, রণনীতি- আমার পাওয়ার উৎস এ সবেরও
> বাইরে । আমি পেয়েছিদেয়ালে পোষ্টার মেরে, অফিসঘর ঝাঁট দিয়ে, মিছিলে
> গলা মিলিয়ে, কাগজে ডাকটিকিটে সেঁটে ,খেত খামারে কলকারখানায় কাজ
> করা হাতের ছন্দে ,বস্তিতে আর কুঁড়েঘড়ে , মাদুরে আর ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে।
> কমিউনিষ্টপার্টি আমাকে তন্নতন্ন করে দেখার চোখ দিয়েছে, অন্ধকারে ঝাঁপ
> দেবার সাহস যুগিয়েছে,লাগসই শব্দ দিয়ে আমার মুখে সচিত্র বোল ফুটিয়েছে....
>
> খোলাহাতেখোলামনে ১৯৮৭

আসলে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এভাবেই তার ভেতরের 'মধ্যবিত্তআমি' টাকে সমূলে উৎপাটিত করেছেন। 'মধ্যবিত্ত আমি' তারঅহং আত্মচর্চা দ্বারা বড়ো বেশিরকম ডিসটার্ব করে। ভেদপ্রবণ এইপ্রাত্যহিক ডিসটার্বে মানুষের ভেতরকার অখন্ড সত্তা ভাঙতে ভাঙতেএককভাবে উদগ্র হয়ে ওঠে। কবি সুভাষ এই মধ্যবিত্ত সংকীর্ণ আমিটাকে ভাঙবার জন্যই র াজনৈতিকসংশ্লেষনের মধ্য দিয়ে মৌল বিবর্তনের পথ ধরেছেন। এ-জন্যই জীবনকে দেখবাররাজনৈতিক উদ্ভাস তাঁর কবিতা । কিন্তু যখনই রাজনীতি তার সততা ওস্বচ্ছতা থেকে বিচ্যুত হয়েছে, কবি সুভাষ তৎক্ষনাৎ ধেয়ে আসা অন্ধতা ওঅন্ধকারের বিদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। কখনোই রাজনৈতিক আনুগত্য ও তার যান্ত্রিকপদ্ধতি দ্বারা চালিত হননি। কেননা সামগ্রিক জীবনচেতন ায় পৌঁছতে হলেকোনোরকম একরৈখিক রাজনৈতিক স্থিতাবস্থাকে প্রশ্রয় দেওয়াযায় না এবং দিলে মনুষ্যত্ব বিক াশেরপথটাই দ্ধ হয়ে যায়। তাই যেখানে-যেখানে যখন-যখন রাজনৈতিকস্থিতাবস্থা থেকে রাজনৈতিক পিঞ্জর গড়ে উঠেছে, কবি সুভাষ তাপ্রত্যাখ্যান করে আবার হেঁটে গেছেন মানুষের দিকে, মিছিলের দিকে।চেয়েছেন নতুন মানুষ, নতুন মিছিল। নতুন মানুষের নতুনরকম মিছিল।এক্ষেত্রে ভূল বোঝা হয়েছে তাঁকে বহুবার।কিন্তু ফিকে মার্কসবাদেরগোষ্ঠীবদ্ধ তাঁবু কখনে াই দমাতে পারেনি তাঁকে। সুরজিৎ দাশগুপ্ততাঁর ''স্মৃতির অলিগলিতে কবিকে খোঁজা ''প্রবন্ধে(দ্রষ্টব্য ঃ সুভাষ মুখোপাধ্য ায়ঃ কবি ও কবিতা)চমৎকারভাবে বলেছেন- ''পাখির যেমন জন্ম হয় ডিমের খোলেরমধ্যে তেমনই সুভাষের পিঞ্জরমুক্ত চলাচল। তিনি এই চলাচলকে 'দীর্ঘপর্যটন' বা 'পর্বতউত্তরণ' বলে সনাক্ত করেছেন। বলা যায় - এইসনাক্তকরণ যথার্থ । কে ানো বদ্ধ মতাদর্শে আত্মবলির যে ব্যক্তিট্র্যাজেডি দীর্ঘদিনধরে চলে আসছে, কবি সুভাষ, ঠিক তার বিদ্ধে বোঝালেন যে ম ানুষ এবংমিছিলের আত্মীকরণ যতদিন ঘটবে, জীবন ততদিন কোনো চোখ রাঙানির কাছেনতিস্বীকার করবে না। এই ঝিাসবোধের গভীরতা থেকেই তিনি'মর্সিয়ার পর' কবিতায় লিখেছিলেনঃ

> নিষ্প্রত্র মরাডালে
> চুঁইয়েচুঁইয়ে
> চুঁইয়েচুঁইয়ে পড়ছে
> নতুনজীবনের
> বীজমন্ত্র

পার্টির পিঞ্জরে জন্ম হলেও কবি সুভাষের আত্মবীক্ষন কখনো একমুহূর্তের জন্যও থমকে যায়নি। তাঁর কবিতা যাত্রার কবিতা, চলনের কবিতা।পথে পথে নানা দ্বিধা নানা বাঁক নানা সন্দেহ। চলতে চলতে কবি সুভাষ মানুষকেসে সবের ভেতর

থেকে তুলে আনতে চান। দলভুক্তকে দিতে চান মুক্তি। যেজীবনকে আমরা ভোঁতা করে তুলেছি, তাকে বহন করবার ব্যর্থত ায় আবদ্ধথাকেননি বলেই নতুন জীবনের সন্ধানে তাঁর কোনো ক্লান্তি নেই। আমাদেরজানা আছে যান্ত্রিক বামপন্থা এবং ম ানুষের সঙ্গে ক্রমাগত দূরত্ব বিষ্ণুদেরকবিতাকে একটা সময় ক্লান্ত করে তুলেছিল। কবি সুভাষ কিন্তুবারবারই এই ক্লান্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন চলমানতার চৈতন্যে,অনুকূল জীবন- সংযোগের অন্বেষণে। এখানেই তিনি মারাত্মকভাবে সফল। শিল্প ওজীবনকে সমান্তরাল দূরত্বে স্থাপন করার যে নির্মাণধর্ম , তাকেপ্রত্যক্ষভাবেই অস্বীকার করে ছিলেন তিনি। সমকালীন ঘটনারধাতুপ তাঁর মধ্যে যে তীব্র মানসপ্রক্রিয়া সঞ্চার করেছিল, সবসময় তারমধ্য দিয়ে তিনি মানুষের সামা জিক অবস্থানের সংকট দেখেছেন। এই দেখাটারবিবর্তনও ঘটেছে তাঁর লেখায় বেদনার্ত বহিঃপ্রকাশে। বেশ কিছু ক াব্যগ্রন্থে কবি সুভাষ এমন পাঞ্জার ছাপরেখেছেন,যা সমকালীন সময়ানুভূত মোচড় দিতে দিতে যুগ-অতিক্রমী পরিচ্ছন্ন ক ালজ্ঞানেরই সাক্ষ্য বহনকরে। এমনই একটি কবিতা -'সকালের ভাবনা',যার শেষ অংশটি এ-রকম।

হাত মুঠো করছি
আর খুলছি
মুঠো করছি
আর খুলছি
যে দিনটাকে আমি চাই
কিছুতেই মিলছে না.....

একটার পর একটা দিন প্রথানুগতভাবে আসছে এবং যাচ্ছে। কিন্তুআগের অজস্র দিনগুলোর মতোই তার আগমন ত াৎপর্যহীন। কোন নতুন সংবাদআসছে না এবং কোনো নতুন সম্ভাবনাও দেখা যাচেছ না। একটার পর একটা ব্যর্থসকাল। একটার পর একটা বাঁজা সকাল। মেঝেতে এসে সকালের কাগজগুলো'ঠাসঠাস করে চড় মারবার শব্দে' পড়েছে তো পড়ছেই ।এই চড়কি সত্যিই মেঝেতে পড়ছে ? নাকি আমরা যারা বাঁজা সকালের বোকা অনুগামী, আমরা যারা চলতি গতানুগতিক স্থিতবস্থার মুখাপেক্ষী ,আমরা যারা হাই তোলা আর ঢেকুর তোলার অভ্যস্ত প্রাত্যহিকেমজে আছি, আমরা যারা আহার- নিদ্রা মৈথুন ব্যতিরেকে কিছুই জানি না-তাদেরই গালে এসে পড়ছে? কবিতার শুতে 'সকালের কাগজগুলে ার'প্রসঙ্গ এনে কবি সুভাষ যেন অনেককিছুই একসঙ্গে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সকালেরকাগজ কী করে? প্রতিদিনের রাজনৈতিক ও সামাজিকপ্রেক্ষিতের প্রত্যক্ষতার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়।প্রতিদিনের রূঢ় অভিজ্ঞতায় ও তার অর্ন্তগত ঘটনায় ধরে দেয়আমাদেরই জীবন-পক্রিয়া। কিন্তু তার দ্বারা আজ আমরা আর আক্রান্তহচ্ছিনা মনে ও মননে। এতোটাই জড়,এতোটাই চলৎশক্তিরহিত হয়ে গেছি আমরা। আজকের যেসব দাবিগুলো মূখ্য ওপ্রধান হয়ে উঠেছে , সেগুলোকে সন্তর্পনে এড়িয়ে আমরাসম্পূর্নত বোবা ও কালার ভূমিকায় অবতীর্ণ। নির্লিপ্ত জীবন আমাদের।সংক্রমনহীনজীবন আম াদের। কোনো অনুভব নেই, মৌলিক রূপান্তরও নেই।সকালেরকাজগুলো তাই ঠাসঠাস করে এসে পড়ে আমাদের গ ালেই।প্রতিটিসকাল তাই হয়ে দাঁড়ায় পূর্ববর্তি সকালটারই পুনরাবৃত্তি। কবি সুভাষ এইকবিতায় একদিকে পৌষহীন আম াদের উপস্থিত করেন, অন্যদিকে একটাসম্ভাবনাময় লাল টুকটুকে দিনের জন্য খুলে দিতে থাকেন আবহমানকালীনআশাব াদের মুঠো। তাৎক্ষণিকতার আবেদন অতিক্রম করে তিনি যেভাবে এইকবিতায় মানসিক দ্বন্দ্বক্ষুশুক্তনপুনদ্বন্ত র প্রকাশ ঘট ালেন, তা কিন্তু সংবেদনশীল ওপ্রাসঙ্গিক হয়েও ক্রমাগত স্পন্দিত হতে থাকে বহুযুগের দায়বদ্ধতায়। তিনি যেপার্টিসমর্পিত একচক্ষু কবি মাত্র নন- এই কবিতাটি তারপ্রকৃষ্ট উদাহরণ । তিনি যদি লিখতেন, যে দিনটাকে আমরা দীর্ঘকালধরে মুঠোর মধ্যে ধরে রাখতে চেয়েছি, তাকে আমরা করায়ত্ত করে নিতেপেরেছি- পার্টি খুব খুশি হতো। কিন্তু কবি সুভাষ সেই মেকি বিপ্লবেরবিবৃতধর্মে আচ্ছন্ন হননি একবারও। কবি ও প্রচারকের তফাৎ তাঁর কাছেস্পষ্ট । দায়বদ্ধ মানুষ হিসাবে জীবনের সঙ্গে গভীর সংযুক্তিতে অবিচ্ছেদ্য তিনি।নিজের যুগের সংকটের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে ক্রমশ তিনি তাই চলে গেছেনঅভিজ্ঞতা উপলব্ধির যমজ চিরন্তনে। তিনি লিখলেন। কী লিখলেন ? পার্টিখুশি হবে না, এমন ঞ্চে! পার্টি খুশি হবে না, এমন আক্রমনাত্মক বিষাদ। লিখলেন

দেখুন , আলকাতরানোদেয়ালগুলো

এখন চুনকালিতে ছয়লাপ
মশাইরা, দাঁড়িয়ে যান
খেলা হবে খেলা
(খেলা হবে)
আমার যে বন্ধুরাপৃথিবীকে বদলাবে বলেছিল
তর সইতে নাপেরে
এখন তারা নিজেরাই নিজেদেরবদলে ফেলেছে
(ঝুলতেঝুলতে)

সুতরাং, খুবই স্বাভাবিক , আমাদের মুঠো সম্ভাবনাজাত নতুন সকালের মৌলিক রোদ্দুরে আর ভরে উঠে না। বরং ''রাস্তার গর্তগুলো ছোট থেকে বড়করতে করতে এগিয়ে চলেছে সময়।'' সেই গর্তের চারপাশে ভিড়বেঁধেছে কঙ্কালের দল। গর্তের মধ্যে একটু একটু করে জমে উঠেছে ট্রামলাইনের মরচে ধরা জল। অনুর্বর অন্ধকারে গোটা দেশটাই যেন একটা গর্ত ,যেন একটা দমবন্ধকরা সুড়ঙ্গের হাঁ- মুখ। পালোয়ানের মতো বিসদৃশ কালো মেঘঘুরছে । এরই মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমাদের অবস্থানগতঅবক্ষয় ।হেমন্তের কুষ্ঠরোগের গতপত্র অরণ্যের মতো ।চারপাশের সব ছায়ামানুষ। কবি সুভাষ দেখলেন- রাস্তার গর্তগুলোরমধ্যে আমাদের চোখের জলও রয়েছে। সুতরাং যে অগ্নিবর্ণ সংগ্রামের কথা ভেবেছিলেন তিনি, বাস্তবের কোথাও দেখতে পেলেন না। তাই আবার ,নতুনভাবে জীবন শু করবার আহ্বান নিয়ে তাঁকে আবার ঢুকে পড়তে হয়ত্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়ানো সময়ের মধ্যে। আবার মানুষকে পরম আত্মীয়েরমতো, সস্নেহে, ডাক দিয়ে বলতে হয়ঃ

শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে
একটু পা চালিয়েভাই, একটু পা চালিয়ে...
(একটু পাচালিয়ে , ভাই)

অর্থাৎ তিনি সবসময় জানেন,পৌঁছানো হয়নি , আমাদের এখনও পৌঁছোনো হয়নি। কখনও ডান কাঁধে , কখনওবাঁ কাঁধে, তাকাতে তাকাতে শুধু ঢের দিনের অপচয় করেছি আমরা ।আরো করবো নাকি? সুতরাং তাঁর হাঁটা থামে না, কাজ থামে না, গতিও দ্ধহয় না। লড়াই তাঁর রক্তে। সে লড়াই তাঁর রক্তে। সে লড়াই নিভন্ত উনুনে বারবার আঁচ দিতেদিতেও হতাশ হয় না। দরকার হলে তিনি আবার ফিরে যাবেন তাঁর তীরধনুকেরস্বপ্নময় ছেলেবেলায়। নিভন্ত আগুনের চিতায় মহিমান্বিতজীবনের জন্ম দিতে হলে যেআপোষহীন শক্তি ভেতরে জিইয়ে তুলতে হয়, সেই শক্তির বহিঃপ্রকাশইতাঁর কবিতা। ভেতরে শক্তি, বাইরে প্রসন্নতা। এই দুইয়ের সংযোগেতিনি এক

ু পা চালিয়ে নতুন শতাব্দীর কাঙ্খিত দোর-গোড়ায় পৌঁছবেন - এ বিশ্বাস থেকে একবারের জন্যও বিচ্যুত হননিতিনি। না-ফোটা আলোর প্রচ্ছন্নস্বরূপ কোথাও-কোথাও আছে। তাই লেখেনও প্রবল আত্মবিশ্বাসেঃ

কুড়ি পেরিয়ে একুশেপা দেবে
আমাদের বড় আদরের এই শতাব্দী
আমি উনুনে চড়িয়েছি
তারজন্মদিনের পায়েস
ঘুমপাড়ানী মাসিপিসিরা
বুকের বাঁ দরজায়যতই
ঠকঠক কক

এমন মজার খেলাঘর ছেড়ে
দূর! এখন কে যায় ?
(এখন কে যায়)

একি শুধু প্রচন্ড দুর্মরজীবনানুরাগ? এর মধ্যে কি সুপ্ত হয়ে নেই একটা ধারাবাহিক ক্রমবর্ধমানস্বপ্নের প্রত্যাশা-মাফিক আ

র্বিভাব দেখবার মানবীয় আকাঙ্খা?কৈশোর গেছে, স্বপ্ন সফল নাড়িগত টান। ছানিপড়া চোখে তিনি দেখতেপাচ্ছেন- মেঝেয় সাদা কাগজ চিতিয়ে রঙের বাক্স' খুলে বসেছে তার দুইনাতনি। ছবি আঁকা হবে- ছবি আঁকা হবে। একদিন কবি সুভাষও এইভাবেস্বপ্ন দিয়ে ছবি এঁকেছেন। আজ এরা আঁকছে । স্বপ্নের মৃত্যু নেই কোনো- এইভাবেই সে যুগ যুগ ধরে বহমান এক প্রজন্ম থেকে আরপ্রজন্মে। প্রত্যাশায় টান চান এবং বিশ্বাসে স্থিতধী কবিসুভাষ আবার তাঁর অচরিতার্থ স্বপ্নগুলে াকে ভাসাতে শু করেন।সেই ভাসমান স্বপ্নগুলোই ঢুকে পড়ে নাতনিদের রঙেরদ্যোতনায় , নতুন জীবনের টাটকাস্পর্শে। এই মজার খেলাঘরে সুভাষ দেখতে পান স্বপ্নগুলো ঠিকজায়গাতে গিয়েই জমা পড়েছে । এইবার দেখার চিত্রিত বাস্তব ওপ্রত্যক্ষ বাস্তবের মেলবন্ধন কীভাবে হয়। যতক্ষণশ্বাস, ততক্ষন আশ। সুতরাং কবি সুভাষস্বীকারোক্তি দেন পুনরায় তাঁর অর্ন্তগত সত্তার প্রেরনাবোধথেকেই। লেখেনঃ

রঙের বাক্স' খুলেবসেছে
আমার দুইনাতনি
তারাকী আঁকে না দেখে
আমিনড়ছি না...

নড়ছি না- এই শব্দবন্ধ আসলে জীবনের সঙ্গে থাকবার জেদ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ,অর্ন্তগত ইচ্ছাশক্তিকে বাস্তবায়িত করবার হৃদয় -সংবেদ।চিরন্তন জীবনের সঙ্গে সংযোগ অটুট রেখেই কবি সুভাষ এভাবেই বারবারসমাজস্থ মানুষে পরিণত হন। এই স্বভ াবকবিত্ব বারবার শোধিত এবংপরিমার্জিত হয়েছে সচেতন জীবনস্পৃহ অভিব্যাক্তি দ্বারা। স্বভাবকবিত্বের তোড়েতিনিযেসব সাময়িক তাড়নাপ্রসূত কবিতা লিখেছেন এবং সচেতন জীবনস্পৃহঅভিব্যক্তির গভীর তলদেশ থেকে যেসব ঈষৎ সময় ান্তরের নির্মোহ কবিতালিখেছেন- তার মধ্যে কিন্তু একটা বড়ো রকমের তফাত করতে পারবো না।প্রথম পর্যায়ের কবিতায় আজকের দাবি ও বিশেষ সমস্যা বেদনা, যেন বিশেষসময়ের কবিতা হয়েও অনন্তে তার সংবেদনা ছড়িয়ে রেখে যাচ্ছে। নিজস্বভূমিতে ডানা মুড়ে বসে থাকা একটি পাখির মতন মনে হয় তাঁকে, তাঁরকবিতাকে। আসলে একথা তো সত্য যে একজন কবির সব কবিতাই সমানভাবেরসোত্তীর্ণ বা কালোত্তীর্ণ হয় না। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হয়নি। সেক্ষেত্রেআম াদেরও উচিত প্রাণিত কবিতাগুলির মধ্যে অবগাহন করা। যাথাকার থাকবে, যা ঝরে যাবার তা আপনাআপনিই একদিন ঝরে যাবে।কাঁধভাঙ্গা কাচের গেলাসগুলোর গা দিয়ে ঘোলাটে জল যেভাবে গড়িয়ে পড়েযায়। তার পরেও তো থাকবে। যা থাকবে, তার থেকেই আমরা পড়ে নেবো।

সকালে রাস্তারপাশে
দেওয়ালরেলিং
লালহয়ে আছে।
বড় বড় হরফে
চেনা নাম।
এখন আর নির্বিকারনেই।
রাস্তারমোড়ে -মোড়ে হঠাৎ মিটিং
চাপাবাক্যালাপ শোনা যায়।
বৃষ্টি থামে না
সভা নির্ঘাতপন্ডহবে
বিকেলের দিকেআস্তেআস্তে লোক জমতে শু করেছে।
বৃষ্টিথামে না।

সমগ্র কবিতাটাকে এখানে সাজানো হয়েছে ছড়ানো বৃষ্টির মত কোরে।শুধু তাই নয়; বৃষ্টিকে তৎসহ দু-ভাবে দেখানো হয়েছে। প্রথমেবৃষ্টি বলতে প্রাকৃতিক বৃষ্টি । সভা বা মিটিংয়েরপ্রতিবন্ধক। কিন্তু কবিতার শেষে বৃষ্টি হয়ে দাঁড়ালো সংখ্য াতীতমানুষের বা অগুণতি মানুষের রূপকল্প। অর্থাৎ বৃষ্টির মতোলোক আসছে তো আসছেই । চেনা শব্দে, চেনা ছবিতে, চেনা ঘটনাগুলোতেএভাবেই কবিতা লাগিয়ে দেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। আমাদের বিশ্বাস বাড়ে বই কমেনা। মনে পড়ে যায়

বিখ্যাত গ্যেটের কথা। তিনি মনে করতেন যে কবিকেরাজনীতি তথা রাজনীতিবিদ গ্রাস করে ফেলে। কোনো কবি র াজনৈতিক কর্মীহয়ে উঠলে তিনি আর কবি থাকতে পারেন না। কারণ তখন তাঁর মাথায়মতবাদের গোঁড়ামি , তীব্র ঘৃণা এবং অন্ধ বিরাগের টুপি উঠে যায়। কবিরমতকে ঢেকে দেয় রাজনীতির পক্ষপাতদুষ্ট দলীয় সংকীর্ণতা।গ্যেটের এই ধারন াকে আংশিক সত্য মানা যায়, সম্পূর্ণত নয়। বিশেষ করেসুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনেক কবিতাই এই ধারণার বিদ্ধে দাঁ ড়িয়ে যেতেসক্ষম। তাছাড়াও একথা সত্য যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিছক পার্টি -অনুগামী শ্লোগাননির্ভর কবি নন। কমিউনিষ্ট পার্টি- ও যখন মধ্যবিত্তেরতঞ্চকতায় ভরে উঠল, সরে গেল জনগণতান্ত্রিক স্পন্দনের ইতিহাসচেতনা থেকে-কবি সুভাষ কিন্তু পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান অভিলাষী হয়ে নিজেকে সেই তঞ্চকতা থেকে মুক্ত করে নিতে দ্বিধা রাখেন নি।এই নিয়ে কেউ তঁ াকে নিন্দা করেছেন, কেউবা সহর্ষ সমর্থন।আমরা এই নিন্দা ও সমর্থনের উর্দ্ধে যেতে চাই- তাঁর কবিতা পড়েই। সম াজকেবুঝে তিনি তাঁর কবিতায় বারবার পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপ্তিকেযেভাবে বাড়িয়ে নিয়ে গেছেন, তার সম্প্রসারিত অর্থগুনের দিকে তাকিয়েআমরা উপলব্ধি করতে পারি তিনি সাময়িক বর্তমানকে চলমানকালপ্রবাহের সঙ্গে জুড়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। তাই একমাত্র তাঁরপক্ষেই লেখা সম্ভব ঃ

বালির বাজনায় আর জয়জোকারে
রক্তমাখা খাঁড়াগুলো
উঠছে আর পড়ছে
উঠছে আর পড়ছে...
(বালির বাজনা)

একি শুধু তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়াজাত?সাময়িকআবেগপ্রসুত শ্লেষ থেকে, ব্যঙ্গ থেকে, তির্যক মেজাজের দ্যুতি থেকে তিনিগেছেন না-ফোটা আলোর দিকেই। সত্যি বলতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় , বীরেন্দ্রচট্টোপাধ্যায় , শঙ্খ ঘোষ এবং মণিভূষণ ভট্টাচার্য - এঁদের নিবিড় জীবনবোধেরঅনুরনণে বাংলা কবিতায় যে ধারাটি ক্রমপ্রসারিত হয়ে উঠেছিলো ,জীবনজড়িত অখন্ডতার সৃষ্টিসম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিল- কোনো এক অদৃশ্যসামাজিক বিশৃঙ্খলা যেন তাকে সেইভাবে অ ার বাড়তে দিলো না। ষাটের দশকথেকেই দেখা গেল বামপন্থী মতাদর্শগত মানুষেরা পারস্পরিকঠোকাঠুকিতে মত্ত আর অনন্ত সম্ভাবনাজাত মার্ক্সীয় চেতনাদীক্ষিত পত্রপত্রিকাগুলির সম্পর্কেও অনেকখানি চিড় ধরে গেছে। এসবের মধ্যেও কবি সুভাষ 'রাক্ষুসীউদ্ভাসসহ ঝাঁপ দিয়ে পড়েছেন জনগণতান্ত্রিক শবসাধনার ওপর। তারপর দধীচিরমতো নিজেদের অস্থিতে বজ্র বানাতে বানাতে আমাদের বলেছেনঃ

হাড়-বার করাপাঁজরগুলো
এখন
বজ্র তৈরির কারখানা
(আগুনেরফুল)

দেখা যাচ্ছে সুভাষমুখোপাধ্যায় যে কবিতাই লিখছেন, তা তাঁর নিজস্ব ঢঙেই লিখেছেন। কবিতারমধ্যে প্রত্যেক মুহূর্তেই তিনি জীবন্ত । অনুভবের প্রত্যেকটিস্তরকে আলোকিত করবার বাস্তব ক্ষমতা আছে তাঁরকবিতার। ঝিমোনো জলব ায়ুর মধ্যে কাঙ্খিত জাগরনের একটা বাস্তব শরীরনির্মান করেছেন তিনি এবং করেছেন দাঙ্গা, তেভাগা, দুর্ভিক্ষ , দেশভ াগ,সবকিছুর প্রাত্যহিক অংশীদার হয়ে। প্রথমদিকে এই অংশীদারিত্বেএসেছে তাণ্যের স্বাভাবিক প্রবণতা বিনাশের মধ্যে, ব ারবারই তিনি নিজেরপ্রত্যেকটা বিশ্বাসকে পরীক্ষা করে নিয়েছেন কোনো মতবাদ থেকেনয়- মাটি ও বীজের আত্মিক প্রসন্ন স ম্পর্ক থেকেই বারবার উঠে এসেছেনতিনি হয়ে ওঠেন সেই ম্যানুয়েল লেবার - যার দুটো শক্ত হাতই মূলত একট াবহুবচনের ঝান্ডা। কবি সুভাষ দীর্ঘকাল ধরে দেখেছেন এ-দেশের রাজনৈতিকক্লাইম্যাক্স। দেখে দেখে সর্বগ্রাসী এক বন্ধ াত্বের মুখে নিজেকে দাঁড় করিয়ে শুধুবুঝেছেন- " না মনুষ্যাচ্ছ্রেয়তরং হি কিঞ্চিৎ । "তিনি, যেন ঝাঁকুনি দিতে শু করলেন। মানুষকে অত্যন্ত স্বাভাবিকচঞ্চলতায় গুত্বপূর্ণ সংবাদটাও দিতে ভুললেন না।

ফুঁড়েও দেয়াল

কানে যায়নি লো?
রাত্তিরে কাল
-বাঘ ডেকেছিল....
(বাঘডেকেছিল)

বাঘ ডেকেছিল। আমরা কেউ শুনতে পাইনি। শুনবো কী করে? আমরা যে ঘুমিয়ে ছিলাম। সুভাষ মুখোপাধ্যায় আজও আমাদের ডাকছেন। আজও। কী মুশকিল! লোকটা কি কিছুতেই আমাদের ঘুমোতে দেবে না? জ্বালালে দেখছি।। যদি এমনবিরক্তিতে কেউ উঠে আসে, উঠে দাঁড়ায় - শুধু এই ভরসায়। সুভাষমুখোপাধ্যায় তখন তাকে কী বলবেন? শান্তভ াবে, নিদ্বিগ্নভাবে,বলবেন-" অন্ধকারকে টেনে হিচড়ে সকালের প্রথম ট্রামএক্ষুনি যাবে।" আর কী বলবেন?মুঠো থেকে স্ব প্নছাড়তে ছাড়তে বলবেন-" ভোর হবে। তাই এত অন্ধকার ব্যথায়মোচড়ায়।" আমরাকি তখন আর প্র করতে পারবো - সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ আপনিমেলাতে , চলতি রাজনৈতিক পন্থার ঢোঁড়া সাপেদের কঠিনদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলবোঃ বাব াদের ধিক। বাবাদের ধিক। বাবাদের ধিক.....

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com